# জেবুন্নিসা বেগম

উৎ

আমার স্বর্গগতা

সুখ-দুঃখের চির-সঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে

"জেবুন্নিসা বেগম" নামক

এই পুস্তিকা উৎসর্গ

করিলাম।

# জেবুন্নিসা বেগম

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

৫৯।১, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড
কলিকাতা
১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ

Printed and published by J. Banerji for Messrs. S. C. Auddy & Co.
At the Wellington Printing Works
10, Haladhar Bardhan Lane and 6 & 7, Bentinck Street, Calcutta.

## সুচীপত্র।

-:*:-

# শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
| --- | --- | --- |
| ৬ | জাহানারা | জহানারা |
| ১৯ | দুইটী مي | مے |
| ২৪ | সমস্ত 'نمي' 'شبلي' | 'نمے' 'شبلے' |
| ২৫ | ” ” ” | ” ” |
| ২৭ | রোজা তসবিহ | রোজা ও তসবিহ |
| ৪১ | 'پائي' 'هوائي' 'هائي' | 'پاۓ' 'هواۓ' 'هاۓ' |
| ৪৮ | مي | مے |
| ৬৪ | 'بى' 'ي' | 'بے' 'اے' |
|  | 'بوئي' 'هائي' | 'بوے' 'هاۓ' |
| ৭৯ | বহুকুম | হুকুম-এ- |

# সূচনা

একদিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি. লিট্., সি. আই. ই. ও শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত দেখা হওয়ার কালে প্রসঙ্গক্রমে ভুবন-বিখ্যাত কবি "জেবুন্নিসা" বেগমের কথা উত্থাপিত হয়। কিছুদিনের জন্য আমি যখন আগ্রায় ছিলাম, সেই সময়ে উর্দু ভাষায় রচিত উক্ত বিদুষী মহিলার যে একখানি জীবন-চরিত ক্রয় করি—ঐ পুস্তকে বিবৃত কথাগুলি আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া শুনাই।

উক্ত বন্ধুদ্বয় আমার নিকট হইতে "জেবুন্নিসা" বেগমের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য আমাকে ধরিয়া বসেন। তাঁহাদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কহিলাম—আপনারা যখন

বলিতেছেন তখন আমি এই অসুস্থ অবস্থাতেও আপনাদের কথা রাখিতে প্রস্তুত আছি। তবে আপনাকেও ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিতে হইবে। আমার সেই অনুরোধে তিনি এই পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

"জেবুন্নিসা" বেগমের যে জীবন-চরিতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উক্ত বেগমের বিদ্যানুশীলন ও কবিত্বের বিষয় এবং তদীয় জীবনের উপর দিয়া সুখ-দুঃখময় যে সমুদয় ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে—যাহার অধিকাংশই রোম্যাণ্টিক্—সেই সব কথা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ঐ পুস্তক অবলম্বনেই জেবুন্নিসা বেগমের জীবনে ঘটিত বিষয়াবলীর কাহিনী সঙ্ক্ষেপে গল্পের ছলে লিখিয়াছি।

উল্লিখিত বেগমের আর একখানি জীবনবৃত্তান্ত অনেকদিন পূর্ব্বে আমার নিকট ছিল—

তাহাও উর্দ্দু ভাষায় রচিত। যতদূর পর্য্যন্ত মনে পড়ে পুস্তক দুইখানির বিবৃত বিষয় প্রায় একই প্রকার, পার্থক্য থাকিলেও সামান্যই হইবে।

এই পুস্তিকার শেষ অংশ "লতীফ্-এ-লাহোর" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ ও "রূপম্" পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি লিখার সাহায্যের জন্য শ্রীযুত অজিত ঘোষ, এম্. এ., বি. এল্., এড্‌ভোকেট মহাশয় ঐ পত্রিকা আমাকে দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ বাধিত আছি।

মুগল রাজত্ব-কালে অঙ্কিত চিত্র ও পারস্য অক্ষরে লিখিত পুস্তকাদি সংগ্রহকারক উক্ত বিজ্ঞবরের নিকট শুনিলাম—প্রাচীন গ্রন্থাদি বিক্রেতা জনৈক ব্যক্তি জেবুন্নিসা-বেগমের "বৈয়াজ" (হাতের লিখা পুস্তক) বিক্রয়ের জন্য তাঁহার নিকট আনিয়াছিল। হাজার টাকা মূল্য বলাতে

অনেক অধিক মূল্য চাহিতেছে মনে করিয়া তিনি উহা রাখেন নাই।

যে "দিওয়ান-এ-মথ্‌ফী" সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে অতিরিক্ত কবিতা ঐ বৈয়াজে আছে কিনা, এবং তাহার দ্বারা বর্ণিত বেগমের বিষয় আরও নূতন কিছু উদ্‌ঘাটিত হয় কিনা ইহা বৈয়াজ খানি দেখিলে জানা যাইত।

এই পুস্তিকার ফারসী কবিতা এবং কথাসমূহ কলিকাতা মিউজিয়মের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক মৌলবী শামসুদ্দীন আহম্মদ সাহেব এম্‌. এ. দেখিয়া দিয়াছেন। তিনি এই নিঃস্বার্থ পরিশ্রম স্বীকার করাতে আমি তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করি।

৫৯।১, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড
কলিকাতা।
২রা পৌষ ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

# ভূমিকা

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের দুহিতা শাহ্‌জাদী কুমারী কবি জেবুন্নিসার জীবন নাট্যে যে অঙ্কে যে যে ভাবে যবনিকা উঠেছিল পড়েছিল শত শত বৎসর আগে, তারি কথা নিয়ে এই পুস্তিকাখানি দেশবিশ্রুত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজবংশের স্বনামধন্য সুরসিক পার্সি, উর্দু, হিন্দি এবং নানা ভাষাতে সুপণ্ডিত ও নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শী—বিশেষ করিয়া চিত্রে এবং সঙ্গীতে সুনিপুণ এবং সুলেখক শ্রীল শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা এই কাহিনীর রচয়িতা। ভারতের একচ্ছত্র মোগল সম্রাটের কন্যার কথা লিখেছেন বাংলার শ্রেষ্ঠতম রাজবংশের রাজপুত্র ; এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে। আমার একান্ত শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির বশেই বন্ধুবরের লেখার ভূমিকা লিখ্‌তে প্রস্তুত হয়েছি ; না হলে আমার মনে হয় যে এই ভূমিকা কোন এক সুকবি সাহিত্যিকের উপর পড়্‌লেই ভাল হতো।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে যেমন, তেমনি ভারতের সাহিত্যের ইতিহাসেও বিদুষী জেবুন্নিসার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তথাপি বল্‌তে হচ্ছে যে বাংলাতে এ পর্য্যন্ত জেবুন্নিসার জীবনী ও কাব্য-কলা নিয়ে একখানি বই

প্রকাশের ক্বচিৎ চেষ্টা হয়েছে। বাংলার কি হিন্দু কি মুসলমান অনেক নবীন কবি ও লেখককে আমি জানি। কিন্তু জেবুন্নিসার অপূর্ব্ব রচনাগুলিকে বাংলা ভাষাতে তর্জ্জমা করার উৎসাহ তাঁদের মধ্যে কারো দেখিনে। সত্য বটে কাল বদ্‌লেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের ভাব ও রুচির বদল হয়েছে; কিন্তু যে সমস্ত রস-রচনা ও কবি-জীবন দেশকালের অতীত হয়ে অমৃত লোকে স্থান পেয়ে গেল তাদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে একালের মানুষ আমরা বসে রইলাম, এতো হতে পারে না।

এই বইখানিতে জেবুন্নিসার সমস্ত কবিতা ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি, কেবল জেবুন্নিসার জীবনের ছবিটুকু সুপরিস্ফুট করে তুল্‌তে যে রচনাগুলি দেওয়া দরকার সেইগুলিই দেওয়া হয়েছে; সুতরাং জেবুন্নিসার একখানি পূরোপূরি কবিতার বই বাংলাতে লেখার অবসর এখনো রয়ে গেল; জানিনে সে সুযোগ ও সুসময় দেশে কবে আস্‌বে যখন দেশের জিনিসের খবর নিতে হবে না আমাদের বিদেশী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণের কাছে।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব—রস কোন অবসর পেলোনা যার অন্তরে প্রবেশ কর্‌তে—তারি অন্দরে জন্মালো সুরসিকা, সুকবি জেবুন্নিসা। বড় দুঃখের জীবন সে বহন করে

গেল এবং সেই অতি বড় দুঃখই দিয়ে গেল তাকে কবির অমরত্ব ; তার কথা এবং তার রচনা সমস্ত জান্তে কৌতূহল কার না হয়।

জীবদ্দশায় মোগল প্রাসাদের পাষাণ অবরোধের মধ্যে যে জেবুন্নিসাকে পাই আমরা অবগুণ্ঠিতা বন্দিনী বেশে ; মৃত্যুর পরে যখন সে অবগুণ্ঠন সরে গেল, তখন পেলেম আমরা নিরবগুণ্ঠিতা অকুণ্ঠিতা চিরযৌবনা একজনকে— পাপ্‌ড়ির অবরোধ-ভাঙ্গা পরিমলের মতো সে! এইটুকু ঘটনা—একটুখানি জীবনের সকরুণ কাহিনী—এই নিয়ে এই বইখানির বড় একটা ভূমিকা লিখে একে ভারাক্রান্ত কর্‌তে চাইনে। শুধু এই আশা করি যে—কোন দিন রচয়িতা তাঁর সুনিপুণ হস্তে জেবুন্নিসার কবিতাগুলি দিয়ে তার রূপখানি পরিপূর্ণ করে আমাদের চোখে ধরবেন ; কেন না দেখি—জেবুন্নিসা তিনি নিজেই বলছেন্—"যে আমাকে চায় সে নিয়ে নিক আমাকে আমার কবিতা থেকেই।" আমরা ভাবি মোগল বাদশাহদের অন্দরটা বুঝি ছিল কেবলি আলস্য আর বিলাসের লীলাভূমি ; কিন্তু গুলবদন বেগম, নূরজাহাঁ, তাজবিবি, জাহাঁনারা, জেবুন্নিসা প্রভৃতি কতকগুলি নাম এ অপবাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্চে। এঁদের জীবনী ও রচনাবলী আমাদের পাঠকগণের নিকটে যতই সুগম হবে ততই

এই ভুল ধারণা আমাদের মন থেকে দূর হবে। ইতিহাসের দিক্ দিয়ে এবং সাহিত্যের দিক্ দিয়ে এই ধরণের পুস্তকাদি প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজকের দিনের সুশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় এ বিষয়ে উদাসীন না থেকে যদি উৎসাহের সঙ্গে এই কাজে অগ্রসর হন তবে সম্যক্ ফল পাওয়া সম্ভব হয়।

আমি আমার বন্ধুপ্রবরের মুখে দিনের পর দিন এই সব মোগল অন্তঃপুরবাসিনী শাহজাদী ও সম্রাজ্ঞীগণের কাহিনী ও কবিতা শুনে কেবলি ভেবেছি কে এ সব রমণীয় রচনা ও কাহিনী তর্জ্জমা করে সাধারণ পাঠকদের কাছে ধরে দেবে! অপরিচিত ভাষার বাধা সরিয়ে, বিস্মৃতির অবগুণ্ঠন অপসারণ করে দিয়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আমার সে আশা বন্ধুবর অনেকটা পূর্ণ করেছেন; কিন্তু মনের ক্ষুধা এতে ত সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হল না। মোগল অন্তঃপুরের পাষাণ প্রাচীর ও পর্দ্দার ওপারে যে সব ফুল ফুটে ফুটে সুদূর ইরান পর্য্যন্ত সৌরভ বিস্তার করে গেছে, তাদের মানস-শতদলের শত শত পাপ্‌ড়ির রং ও রূপ একমাত্র তাদের রচনা থেকে পেতে পারি আমরা। এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন আমার বন্ধুবর ভগ্নশরীর নিয়ে, সেজন্য তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র। এমনি

আরো মনোরম কাহিনী ও কবিতার বই তাঁর কাছ থেকে পাওয়ার আশা করি আমরা; আর আশা করি বাংলা-শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় এই কাজে অগ্রসর হউন। রস চিরদিন রসের বস্তুকে অম্লান ফুলের মতো করে রাখে, রসিকের উপভোগের আয়োজন যা, সেটি হল দেবদুর্ল্লভ এক অমৃতের আস্বাদের অপরিমেয় আনন্দ—একমাত্র কবিজনের কাছ থেকে পাই সেই আনন্দ যার তুলনা নাই।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।<br>
কলিকাতা, জোড়াসাঁকো।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## জেবুন্নিসা বেগমের জন্ম এবং কুরান অভ্যাস

১০৪৮ হিজরী, ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ ১০ই শওয়ালের প্রাতে জেবুন্নিসা বেগম জন্মগ্রহণ করেন। মুগল সম্রাট শাহানশাহ মহীউদ্দীন ঔরঙ্গজেব আলম্-গীরের পত্নী, শাহনৌআজ খাঁর দুহিতা দিল্‌রস্‌বানু বেগম তাঁহার জননী।

প্রসবের পর মুগল বাদশাহগণের বেগমেরা সন্তান প্রতিপালন করিতেন না—কোন ধাত্রী স্তন-দুগ্ধ পান করাইয়া সেই শিশুকে লালন পালন করিত। জেবুন্নিসা বেগমের জন্ম হইলে পর, মুগল রাজপরিবার-মধ্যে চিরপ্রচলিত উক্ত প্রথা

অনুসারে "মিয়াবাই" নামে একজন মহিলার উপর তাঁহার প্রতিপালনের ভার অর্পিত হয়।

উক্ত ধাত্রী নিষ্ঠাচারিণী ছিল। সে রোজা, নমাজ ইত্যাদি মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী সমস্ত নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিত। প্রত্যহ প্রাতে সে যখন কুরান পাঠ করিত, অল্পবয়স হইলেও জেবুন্নিসা বেগম সে সময়ে তাহার নিকট বসিয়া একাগ্রচিত্তে কুরান পাঠ শুনিতেন।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাঁহার দুহিতার এইরূপ কুরান শুনিবার আগ্রহ ধাত্রীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়া, জেবুন্নিসা বেগম পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে কুরান পাঠ করাইবার জন্য "মরিয়ম" নামক একজন স্ত্রী হাফেজকে নিযুক্ত করেন। এই অল্পবয়সেই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দুই বৎসর তিন মাসের মধ্যে সমস্ত কুরান কণ্ঠস্থ করিতে সক্ষম হন।

এইরূপে জেবুন্নিসা বেগম বালিকা বয়সেই আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কুরান মুখস্থ করিয়া "হাফেজ" উপাধি লাভ করাতে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ অতিশয় সন্তুষ্ট হন; এবং তাঁহার কন্যার এই কৃতিত্বের জন্য সসমারোহে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সেই উপলক্ষে অনেক গরীব দুঃখীকে দান, খয়রাত এবং সর্ব্বসাধারণকে ভোজ ও পারি-তোষিক ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া জেবুন্নিসা বেগমের কুরান শিক্ষয়ত্রী হাফেজ মরিয়মও প্রচুররূপে পুরস্কৃত হইতে ত্রুটী হয় নাই।

## জেবুন্নিসা বেগমের বিদ্যাশিক্ষা এবং কবিতার অনুশীলন

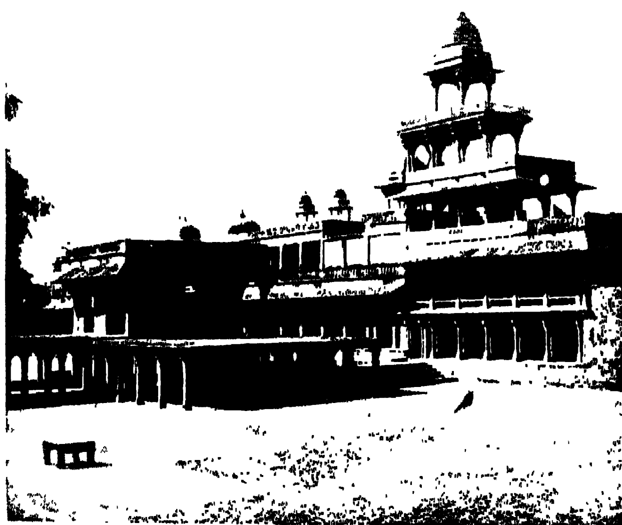
ঔরঙ্গজেব্ বাদশাহ তাঁহার কন্যাকে হেন ধীমতি ও প্রতিভাশালিনী দেখিয়া তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাহাদিগের মধ্যে মুল্লা আশ্রফ মাজন্দ্রাণীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তি ইরান নিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ্ তকী মজলিসীর বংশসম্ভূত; এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে আইসেন।

জানা যায়—জেবুন্নিসা বেগম কুরান পাঠ শেষ করিয়াই মুল্লা আশ্রফের নিকট পড়িতে আরম্ভ

করেন নাই—কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অপর কয়েকজন শিক্ষক তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিল। এরূপে প্রায় একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করিবার পর তিনি লেখা পড়ার চর্চ্চায় জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

মুগল বাদশাহী পরিবারস্থ মহিলাগণ-মধ্যে কেবল জেবুন্নিসা বেগমই যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন তাহা নহে—অপরাপর বেগমেরা এবং সভাসদ্‌গণের অন্তঃপুর-চারিণীরাও যে লেখা পড়া, গান বাজনা এবং নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ নূরজহাঁ, জাহানারা ও রোশনারা প্রভৃতি বেগমেরাও সুশিক্ষিতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই জেবুন্নিসা বেগমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষে মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহী-



বালিকা বিদ্যালয়—ফতেহ্‌পুর সিক্রী

রুদ্দীন বাবর ও তাঁহার পুত্র নসিরুদ্দীন হুমায়ুন বাদশাহের রাজত্বকালে মুগল অন্তঃপুর-মহিলাগণকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হইত কি না বলা যায় না। কিন্তু স্বনামধন্য মুগল সম্রাট মহম্মদ জলালুদ্দীন অকবর শাহের রাজ্যশাসনকালে যে মুগলদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ফতেহপুর সিক্রীর বালিকা-বিদ্যালয় আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। খুব সম্ভব—উক্ত বাদশাহই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথমে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

জেবুন্নিসা বেগম মুল্লা আশ্রফের নিকট কেবল আরবী ও পারসী ভাষা শিখেন নাই—তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং কাব্যাদি নানা বিষয়েরও অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তবে সর্ব্বাপেক্ষা কাব্যেই তাহার অধিক রুচি ছিল। মুল্লা আশ্রফও একজন সুকবি ছিলেন। সুতরাং তাহার কাব্যশাস্ত্র শিক্ষা পাইতে ত্রুটী হয় নাই।

জেবুন্নিসা বেগম আরবী ভাষায় এরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, ঐ ভাষাতেই তিনি প্রথম একটী কসীদা (একশ্রেণীর কবিতা) রচনা করেন। সে সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের দরবারে মক্কাশরীফ নিবাসী একজন বিজ্ঞ সভাসদ্ ছিলেন। আরবীই তাঁহার মাতৃভাষা ছিল। এজন্য কসীদাটী তাঁহাকে দেখান হয়। দেখিয়া তিনি বলেন—ইহা কোন আরবদেশীয় লোকের রচিত হইবে না। কারণ এই কসীদা অতি সুন্দর হইলেও ইহার কোন কোন স্থানে বাকপদ্ধতির ভ্রম-প্রমাদ দেখা যায়। তথাপি কসীদাটী যে ব্যক্তিই রচনা করুক না কেন, তাঁহার যে পাণ্ডিত্য আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার পর হইতে জেবুন্নিসা বেগম আরবীতে আর কিছু লিখেন নাই—তাহার মাতৃভাষা ফারসীতে কবিতা রচনা করিতে থাকেন।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহ ঘোর কবিতাদ্রোহী ছিলেন।

তাঁহার সম্মুখে কেহ কবিতা আবৃত্তি করিলে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার দরবারে কোন কবি আদর বা আশ্রয় পাইত না। পূর্ব্বাবধি রাজসভায় যে সব কবি ছিল, উক্ত বাদশাহের এই-রূপ ভাবগতিক দেখিয়া ক্রমে তাহারা দরবার হইতে সরিয়া পড়ে।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহ কেবল যে কবিতাদ্রোহী ছিলেন, তাহা নহে—সঙ্গীতও মোটেই ভালবাসিতেন না। তাঁহার দরবারে যেমন কোন কবির স্থান ছিল না সেইরূপ কোন সঙ্গীতবিদ্যাবিৎ ব্যক্তিও স্থান পাইত না।

বাদশাহী পরিবারের কেহ যে, কোনরূপ রঙ্গীন বস্ত্র ব্যবহার করে ইহা ঔরঙ্গজেব বাদশাহের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য জেবুন্নিসা বেগম প্রায় সর্ব্বদাই সাদা কাপড় পরিতেন—অলঙ্কারও অধিক ব্যবহার করিতেন না। এ সম্বন্ধে তিনি যে,

কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

"دختر شاهم ولیکن رو بفقر آورده ام
زیب و زینت بس همینم نام من زیب النسا"

"দখ্‌তর্‌-এ-শাহম্‌ ওলেকিন্‌ রুবফকর আউরদাঅম্‌
জেব্‌ ও জিনত্‌ বস্‌ হমীনম্‌ নাম-এ-মন্‌ জেবুন্নিসা।"

বাদশাহের কন্যা আমি কিন্তু গরীবের রূপ ধরিয়াছি। বেশভূষা আমার এই—এরূপের যে আমি আমার নাম "জেবুন্নিসা" অর্থাৎ স্ত্রী-ভূষণ।

হেন গোঁড়া মুসলমান ও নীরস পিতার ভয়ে জেবুন্নিসা বেগম প্রকাশ্যরূপে কাব্যালোচনা করিতে সাহস পাইতেন না। গোপনে একটী পুস্তকে কবিতা লিখিয়া তাহা সাবধানে লুকাইয়া রাখিতেন।

ঘটনাক্রমে সেই পুস্তকখানি একদিন মুল্লা আশ্রফের হাতে পড়ে। তাহাতে লিখিত কবিতা-গুলি পাঠ করিয়া সেই সব কবিতার লালিত্যে তিনি

বিমুগ্ধ হইয়া যান। তখন তিনি ঐ সমস্ত কবিতা কে রচনা করিয়াছে ইহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহার ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "শাহজাদী, এসব কি তোমার রচিত ?" জেবুন্নিসা বেগমই ঐসব কবিতা রচনা করিয়াছেন—উত্তরে ইহা জানিয়া মুল্লা আশ্রফ বলিলেন—"সুবহান্ আল্লা (ধন্য ভগবান্), তুমি যে একজন সুকবি; তোমারত কবিতা লিখিবার বেশ শক্তি আছে। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তুমি যে সব কবিতা রচনা কর, তাহা আমাকে দেখাইও।"

শিক্ষকের মুখে এই প্রকার প্রশংসা ও উৎসাহ-বাক্য শুনিয়া জেবুন্নিসা বেগমের কবিতা লিখিবার উদ্যম দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। এবং সেদিন হইতে তিনি যখন যে কবিতা রচনা করিতেন তাহা নিজ গুরুর দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইতে লাগিলেন।

জেবুন্নিসা বেগমের হেন কবিতার অনুরাগ ও

চর্চ্চার কথা ক্রমে যখন সর্ব্বত্র প্রচার হইতে লাগিল, তখন যে সব কবি নির্জ্জীব অবস্থায় ছিলেন, তাঁহাদের দেহে যেন আবার জীবনসঞ্চার হইল; এবং যাহাতে তাঁহাদিগের রচিত কবিতা উক্ত বেগমের নিকট পোঁছে, সেজন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি অনেকেই প্রার্থনা-পত্রাদি পর্য্যন্ত কবিতায় লিখিয়া পাঠাইতেন। তাহার একটী উদাহরণ এই :—

নিয়ামত খাঁ আলী নামক এক উচ্চবংশীয় কবি অভাবে পড়িয়া একটী "কল্‌গী" (পাগড়ী বা টুপীর অলঙ্কার বিশেষ) বিক্রয়ের জন্য জেবুন্নিসা বেগমের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু অনেক দিন অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার বাঞ্ছিত বিষয়ের কোন ফল জানিতে পারিলেন না, তখন তিনি জেবুন্নিসা বেগমকে স্মরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইঙ্গিতে এ সম্বন্ধে একটী কবিতা রচনা করিয়া তাহা

উক্ত বেগমের নিকট প্রেরণ করেন। কবিতাটী এই :—

"اے بندگیت سعادت اخترِ من
درخدمتِ تو عیان شدہ جوهرِ من
گر جیفه خریدنیست پس گو زرِ من
ور نیست خریدنی بزن برسرِ من"

"অয়্ বন্দগীয়ত্ সা'দত্ আখতর্-এ-মন্
দর্ খেদ্মত্-এ-তু অয়াঁ শুদা জৌহর-এ-মন্
গর্ জিকা খরিদনেস্ত পস্ গু জর-এ-মন্
ওর্ নেস্ত খরিদনী বজন্ বর্ সর্-এ-মন্।"

ভাবার্থ :—

হে আমার শুভগ্রহ তোমাকে প্রণাম করি,
আমার অলঙ্কার তোমার সেবায় নিয়োজিত আছে।
যদি ঐ শব অর্থাৎ সামান্য দ্রব্য ক্রয়ের অভিপ্রায়
হয়—তবে তাহাই আমার অমূল্য রত্ন বলিব।
যদি ক্রয় করিতে না চাও তবে আমার
শিরোপরি আঘাত কর।

উক্ত কবিতা জেবুন্নিসা বেগম পাইলে তাহার

রচনা-কৌশল দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচ সহস্র মুদ্রা নিয়ামত খাঁ আলীকে পাঠাইয়া দেন। এরূপের আরও প্রার্থনা-পত্রাদি আছে। বাহুল্য-ভয়ে সে সব উল্লেখ করা হইল না।

ফারসী কবিতার প্রত্যেক কথার প্রতিশব্দ ঠিক রাখিয়া বাঙ্গালায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন। এ প্রকার অনুবাদ করিতে গেলে অনেক স্থলে অস্বাভাবিক ও শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। তথাপি প্রত্যেক শব্দের অর্থ ঠিক রাখিয়াই অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে সেরূপ করা নিতান্ত অসম্ভব হইয়াছে সেখানে ভাবার্থ মাত্র লেখা হইল।

বিদ্যানুরাগিণী জেবুন্নিসা বেগম অনেক বিজ্ঞ-ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা নানা বিষয়ের গ্রন্থ লিখাইতেন। সেই সময়েই

ধর্ম্মবীর কবীরের গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল।

জেবুন্নিসা বেগম কেবল অন্যকে লেখা পড়া চর্চ্চার উৎসাহ প্রদান করিতেন না—তিনি স্বয়ংও "জেবুন্‌মনশাত্" নামে ফারসী ভাষার রচনা-প্রণালীর একখানি পুস্তক এবং "মখ্‌ফী" ভণিতাযুক্ত তাহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতাবলী "দিওয়ান্-এ-মখ্‌ফী" রচনা করিয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে উক্ত দেওয়ান জেবুন্নিসা বেগম রচনা করেন নাই—১৭১৯ হইতে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর বাদ্‌শাহ রোশন্ আখ্‌তর্ মহম্মদ শাহের আশ্রিতা এক রমণীই ঐ দেওয়ানের রচয়িত্রী।

উল্লিখিত বাদশাহের রাজত্বকালে বাণিজ্য-ব্যবসা উপলক্ষে বিদেশ হইতে এক ব্যক্তি দিল্লীতে আইসে। ঐ বণিকের সঙ্গে তাহার এক রূপসী

কন্যাও ছিল। তাহারা আর্মেনীয়েন বা সর্কেশীয়েন হওয়া সম্ভব। মহম্মদ শাহ সেই কন্যার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ আশ্রয়ে রাখিয়া দেন। স্ত্রীলোকটী নাকি প্রায় সর্ব্বদাই বুর্খায় মুখ ঢাকিয়া রাখিত বলিয়া তাহার নাম "মখ্‌ফী" অর্থাৎ "গুপ্তা" হইয়াছিল। প্রবাদ এই ঃ—ঐ রমণী বুদ্ধিমতি ও অতি চতুরা ছিল। বাদশাহী মহলে থাকিয়া সে ফার্‌সী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ ভাষায় কবিতা রচনা করে।

যে যাহাই বলুক্ না কেন "দিওয়ান-এ-মখ্‌ফী" যে জেবুন্নিসা বেগম রচনা করিয়াছিলেন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কবিতাগুলি এত উচ্চ ভাবের এবং এমন সুমধুর যে, ঐ সব কবিতা ভুবনবিখ্যাত পারস্য কবি শমসুদ্দীন মহম্মদ হাফেজের কবিতা হইতে কোন অংশে হীন নহে—এইরূপ অনেকের অভিমত।

কথিত আছে—জেবুন্নিসা বেগম নানা বিষয়ের মুল্যবান বহু গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী পাঠাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ বিদ্যানুরাগের কথা ইরান পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িলে সে দেশ হইতেও অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কবি ভারতবর্ষে যশ কিনিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।

নাসিরালী সরহিন্দী, মির্জ্জা মহম্মদালী সায়েব, মুল্লা হুবৃগনী, আকিল খাঁ রাজী, বহরোজ ও নিয়ামত্ খাঁ আলী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বান্ লোকেরা জেবুন্নিসা বেগমের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আকিল খাঁ ও নাসিরালীর সঙ্গে উক্ত বেগমের প্রায়ই কবিতাতে বাদানুবাদ এবং বিদ্রূপ ও চাতুরি চলিত।

ধারাবাহিকরূপে নাসিরালী ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কবিতা রচনা এবং শিক্ষকতা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। যদিও নাসিরালী বিজ্ঞ

সুকবি ছিলেন কিন্তু নিজকে সেইরূপ মনে করিয়া তিনি কখনও গর্ব্ব করিতেন না। কাহারও স্তুতি-করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। অনাহারে পড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত তথাপি কোন বড়লোকের কাছে হাত পাতিতেন না। এজন্য তাঁহার অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। সেই সময়ের "আলী" ভণিতাযুক্ত যে সকল কবিতা দেখা যায় সে সমস্তই তাঁহার রচিত।

নাসিরালীর সুখ্যাতি লোকপরম্পরা জেবুন্নিসা বেগম জানিতে পারিলে, তাঁহার সহিত কবিতা-চর্চ্চা করিবার বাসনা উক্ত বেগমের মনে জাগিয়া উঠে। নাসিরালীর মনেও এইরূপ বাসনা পূর্ব্বাবধিই ছিল। তিনি প্রায়ই ভাবিতেন—যদি কোন প্রকারে জেবুন্নিসা বেগমের দরবারে প্রবেশ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার অবস্থার অনেক উন্নতি হওয়া সম্ভব। দৈববশতঃ একদিন সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে।

একদিন নাসিরালী দিল্লী-দুর্গের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন—জেবুন্নিসা বেগম লাল পোশাক পরিয়া মহলের অলিন্দের উপর পাইচারি করিতেছেন। তাঁহাকে দেখা মাত্র নাসিরালীর চিনিতে বাকী রহিল না তিনিই জেবুন্নিসা বেগম। তখন তিনি উক্ত বেগম যেন শুনিতে পান এরূপ উচ্চৈঃস্বরে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

سرخ پوشے بہ لبِ بام نظر می آید
نـه بزور و نـه بزاري نـه بزر می آید

সুর্খ পোশে বলব-এ-বাম্ নজর্ মে আয়দ
নবজোর্ ও ন বজারী ন বজর মে আয়দ।

লোহিত বেশধারী এক ব্যক্তিকে অলিন্দের
উপর দেখিতেছি।
বলেতে, বিলাপে বা ধন দৌলতে তাহাকে
লাভ করা যায় না।

উক্ত কবিতা শুনিয়া জেবুন্নিসা বেগম মনে করিলেন—এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই নাসিরালী হইবে, সে ব্যতীত আর কেহ হইবে না। এইরূপ অবধারণ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন।

ناصر علی بنام علي بردهٔ پناه
ورنه به ذوالفقارِ علي سر بريده ست

নাসিরালী বনাম আলী বুরদ-ই-পনাহ
ওরনা ব জুল্‌ফকার্‌-এ-আলী সরবুরীদামত্

নাসিরালী তোমার নাম "আলী" তাই আশ্রয় পাইয়াছ। নতুবা আলীর "জুল্‌ফকার" তরবারিতে তোমার মস্তক ছেদন করিতাম।

উক্ত কবিতার সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার রূপে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া অপর পৃষ্ঠায় বিবৃত করা হইল।

নাসিরালীর "তখল্লুস" অর্থাৎ ভণিতার নাম "আলী" ছিল—একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। মহম্মদের জামাতার নামও "আলী"। এইজন্য জেবুন্নিসা বেগম বলিয়াছেন—মহম্মদের জামাতার নামের মত তোমার নাম হওয়াতে আশ্রয় পাইয়াছ।

"জুল্‌ফকার" সাধারণ তরবার নহে। উহা মহম্মদের ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই তরবার মহম্মদের জামাতা "আলী" পাইয়াছিলেন।

নাসিরালী ও জেবুন্নিসা বেগমের প্রথম সাক্ষাতের সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে তাহার পর অবধিই নাসিরালী উক্ত বেগমের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে কবিতার অনুশীলন চলিতে লাগিল।

আকিল খাঁ জেবুন্নিসা বেগমের প্রণয়-পাত্র ছিলেন। তিনি লাহোরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত

থাকিবার সময় তথায় জেবুন্নিসা বেগমের সহিত তাঁহার প্রণয়ের সূচনা হয়। এ বিষয় পরে উল্লেখ করা হইবে।

## জেবুন্নিসা বেগমের পাদপূরণ

কবিতা চর্চ্চার উদ্দেশ্যে জেবুন্নিসা বেগমের মহলে প্রায়ই কবি সম্মেলন হইত। শিক্ষক ব্যতীত অপর কোন পুরুষের সম্মুখে কোন সম্ভ্রান্ত মুগল মহিলা বাহির হইতে পারিতেন না। সেই অবরোধ প্রথা অনুসারে জেবুন্নিসা বেগম পরদার অন্তরালে থাঁকিয়া ঐ সব কবি সম্মেলনে যোগ দান করিতেন।

একদিন নাসিরালী প্রভৃতি কয়েক জন কবিকে লইয়া জেবুন্নিসা বেগম কাব্যালোচনা করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে উপস্থিত কবিগণের মধ্যে

একজন নিম্নলিখিত পংক্তি আবৃত্তি করিয়া উহার পাদপূরণ করিতে বলিলেন।

اگر ماند شبی ماند شبِ دیگر نمی ماند

অগর্ মানদ্ শবে মানদ্ শব-এ-দিগর নমে মানদ্

যদি রহে এক রাত্র রহে দ্বিতীয় রাত্র রহে না

নাসিরালী পাদপূরণ করিলেন—

هلال عید چون ابروان دلبر نمی ماند
اگر ماند شبی ماند شبِ دیگر نمی ماند

হিলাল-এ-ইদ্ চোঁ অব্রু-এ-আঁ দিলবর নমে মানদ্
অগর মানদ্ শবে মানদ্ শব-এ-দিগর নমে মানদ্

ইদের চন্দ্র ( ২য়ার চন্দ্র ) প্রিয়তমার ভ্রুর মত রহে না
যদি রহে এক রাত্র রহে দ্বিতীয় রাত্র রহে না।

আর একজন এইরূপ পাদপূরণ করিলেন—

ماه دو هفته به روخِ دلبر نمی ماند
اگر ماند شبی ماند شبِ دیگر نمی ماند

মাহ-এ-দুহফ্‌তা বরুখ্‌-এ-দিলবর্‌ নমে মানদ্‌
অগর মানদ্‌ শবে মানদ্‌ শব-এ-দিগর নমে মানদ্‌

দুই সপ্তাহের চন্দ্র প্রিয়তমার মুখের মত রহে না
যদি রহে এক রাত্র রহে দ্বিতীয় রাত্র রহে না।

সকলের পাদপূরণ করা শেষ হইলে পর জেবুন্নিসা বেগম এইরূপ আবৃত্তি করিলেন।

حجابِ نو عروساں در بر شوہر نمی ماند
اگر ماند شبی ماند شبِ دیگر نمی ماند

হেজাব-এ-নৌ অরুসাঁ দরবর শৌহর নমে মানদ্‌
অগর মানদ্‌ শবে মানদ্‌ শব-এ-দিগর নমে মানদ্‌

পতির বক্ষে (আলিঙ্গনে) নববধূগণের লজ্জা রহে না
যদি রহে একরাত্র রহে দ্বিতীয় রাত্র রহে না।

আরও কবিগণ যে সব পাদপূরণ করিয়াছিলেন, সেগুলিতে কোন বিশেষত্ব বা তেমন কিছু সৌন্দর্য্য না থাকাতে ঐ সব আর উল্লেখ করা হইল না।

একদা জেবুন্নিসা বেগম বেড়াইতে বেড়াইতে একটী সুরম্য কাননে উপস্থিত হন। তখন বসন্ত কাল ছিল। বৃক্ষ-ডালে নবীন মুকুল বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কোকিল কূজনে চারিদিক্ গুঞ্জরিত; মৃদুমন্দ মলয় পবন ফুলের সৌরভে সারা কানন সুবাসিত করিতেছে; মধু ঋতুর হেন মনোমুগ্ধকারী সময়ে জেবুন্নিসা বেগম ভাবেতে বিভোর হইয়া যান। এবং স্বতঃ তাঁহার মুখ হইতে নিম্নলিখিত দুই চরণ কবিতা বাহির হয়।

چهار چیز غم دل برد کدام چهار
شراب و سبزه و آب روان و روی نگار

চহার্ চিজ্ গম-এ-দিল বুরদ,—কদাম চহার
শরাব্ ও সব্জা ও আব-এ-রোয়াঁ ও রু-এ-নিগার।

চারিটী দ্রব্য মনের ব্যথা দূর করে—সে চারিটী কি
সুরা, শ্যামল মাঠ, ঝরণা ও সুন্দর মুখ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন সময়ে ঔরঙ্গজেব্ বাদশাহ তথায় আসিয়া পড়েন; এবং তাহার কন্যা যেন কি আবৃত্তি করিতেছিল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —“জেবুন্নিসা তুমি কি আবৃত্তি করিতেছিলে?” তাঁহার পিতার প্রশ্নে জেবুন্নিসা বেগম কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত কবিতার শেষ চরণ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি করিলেন—

چهار چیز غمِ دل برد — کدام چهار
نماز و روزه و تسبیح و توبه استغفار

চহার চিজ্ গম-এ-দিলবুর্দ—কদাম চহার,
নমাজ ও রোজা তসবিহ্ ও তোবা ইস্তগফার।

চারিটী দ্রব্য মনের ব্যথা দূর করে—সে চারিটী কি
ঈশ্বরুপাসনা, উপবাস, জপমালা ও
পাপক্ষালনের জন্য তোবা করা।

উক্ত কবিতা শুনিয়া ঔরঙ্গজেব্ বাদশাহ প্রফুল্লমনে চলিয়া গেলেন। এইরূপ প্রত্যুৎপন্ন-

মতিত্ব-বলে জেবুন্নিসা বেগম তাঁহার গোঁড়া ও কর্কশ প্রকৃতি পিতার রোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন বাদশাহী দরবারে এক বাজীগর তামাশা দেখাইতেছিল। অন্তঃপুর-মহিলাগণও চিকের অন্তরাল হইতে তাহা দেখিতেছিলেন। বাজীগর তামাশা দেখাইয়া শেষ করিলে পর তাহার সুন্দরী স্ত্রী একটী দীর্ঘ বংশদণ্ডের উপর চড়িয়া উলটিয়া পালটিয়া খেলা দেখাইতে থাকে। স্ত্রী-লোকটীর খেলাতে সন্তুষ্ট হইয়া সভাসদ্‌গণের মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার প্রশংসা-সূচক নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

این لعبت بود عجب چو ماهے پیداست
یا تازه گلے بر سرِ شاخِ رعنا ست

ইঁ লাবত্‌ বুদ্‌ আজিব্‌ চো মাহে পৈদাস্ত
ইয়া তাজা গুলে বর সর-এ-শাখ্‌ রানাস্ত।

এই অদ্ভুত পুতুল যেন একটী চন্দ্র উদয় হইয়াছে,
অথবা নূতন একটী ফুল বৃক্ষশাখে শোভা পাইতেছে।

**উক্ত কবিতা শুনিয়াই জেবুন্নিসা বেগম এ বিষয়ে আর একটী কবিতা রচনা করিয়া একজন দাসীর দ্বারা তাহা সভায় প্রেরণ করিলেন। কবিতাটী এই :—**

نے نے غلط است که آفتابِ محشر
بر نیزه بر آمد و قیامت برپاست

নে-নে-গল্‌ত অস্ত, কি আফ্‌তাব্‌-এ-মহশর
বর নেজা বর আমদ্‌ ও কিয়ামত্‌ বরপাস্ত।

না—না—ভুঁল হয়েছে, যেন মৃতব্যক্তিগণের পুনরুত্থান দিনের রবি শূলের উপর উদয় হইয়া প্রলয় সৃষ্টি করিয়াছে।

**মুসলীম ধর্ম্মমতে "মহশর" অর্থাৎ resurrection দিনে শূলের উপর সূর্য্যোদয় হইবে। সেই সময়ে "ইসা মসীহ (যীশু খৃষ্ট) "কুম্‌বেজনী" (আমার**

আদেশে উঠ) বলিয়া ধরাতলে যষ্টি প্রহার করিলে সমস্ত মৃতব্যক্তি জীবিত হইয়া উঠিবে। তখন পরমেশ্বর তাহাদিগের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন।

## ঔরঙ্গজেব বাদশাহের উপর জেবুন্নিসা বেগমের প্রভাব

জানা যায়—জেবুন্নিসা বেগম ও তাঁহার পিতার মধ্যে প্রায়ই নানা বিষয়ে বাদানুবাদ ও আলোচনা হইত। সেই সব চর্চ্চায় ঔরঙ্গজেব বাদশাহ্ তাহার দুহিতার বিদ্যা ও বুদ্ধিবল দেখিয়া অবাক হইতেন। উক্ত বাদশাহের ন্যায় কুটিল রাষ্ট্রনীতি-পরায়ণ ব্যক্তি যাঁহার সহিত তর্কবিতর্কে নির্ব্বাক হইতেন—সেই ব্যক্তির যে কিরূপ প্রখর বুদ্ধি ও বিদ্যাবল ছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

একজন ক্রীড়াদক্ষ ব্যক্তি সিংহাদি মারাত্মক জন্তুকে স্নকৌশলে বশীভূত করিয়া যেরূপ কেবল

অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালন করে, সুচতুরা জেবুন্নিসা বেগমও ব্যাঘ্রের মত তাঁহার পিতার উপর সেই-রূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কঠোর-প্রকৃতি ঔরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট কোন অন্তঃপুর মহিলাই কোন বিষয়ে প্রশ্রয় পাওয়া দূরের কথা—অগ্রসর হইতে শঙ্কিত হইত। তিনি বাদশাহী মহলে কোন সময়েই কাহাকেও কোন বিষয়ে স্বাধীনতা দিতেন না; কিন্তু জেবুন্নিসা বেগম অনেক বিষয়েই স্বাধীনতা পাইতেন। তাঁহার কথার কাছে কাহারও কথা ঔরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট লাগিত না।

বাদশাহী অন্তঃপুরে কেহই কবিতাপুস্তক পাঠ বা কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিত না। বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ কবি শমুসুদ্দীন মহম্মদ হাফেজের রচিত ভুবনবিখ্যাত "দিওয়ান্-এ-হাফেজ" পাঠ করা একেবারে নিষেধ ছিল। কেননা উক্ত গ্রন্থ নিরাশ

প্রেমিকের বিলাপে এবং সুরা ও সুন্দরীর প্রশংসায় পূর্ণ। যদিও উক্ত পুস্তকের কবিতাগুলি সাধারণ চক্ষে দেখিলে এরূপ দেখায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সব কবিতা ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত প্রেমিকের ব্যাকুলতা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। জেবুন্নিসা বেগম তাঁহার পিতার কঠিন হৃদয় নিজ-বশে আনিতে পারায় ঐ নিষিদ্ধ কবিতা পুস্তক পাঠ করিতে অধিকার পাইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহ ও জেবুন্নিসা বেগম "সুন্নী" মতাবলম্বী ছিলেন। এই কারণে দরবারে ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণই অধিক ছিল এবং তাহাদেরই প্রাধান্যও ছিল। তথাপি "শীয়া" মতাবলম্বী লোক যে না ছিল এমন নহে। দরবারস্থ উক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক ব্যতীত ঔরঙ্গজেব বাদশাহের পুত্র শাহজাদা মহম্মদ মোঅজ্জম এবং অন্তঃপুরের মহিলা-গণের মধ্যেও অনেকেই "শীয়া" মতাবলম্বী ছিল।

উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের অনৈক্য হেতু প্রায়ই বিবাদ কলহের সূত্রপাত হইত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই বিরোধ মিটাইবার জন্য অনেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে বুদ্ধিমতি জেবুন্নিসা বেগম সুকৌশলে উভয় পক্ষকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের বাদবিসংবাদ মিটাইয়া অশান্তি ও উপদ্রব বারণ করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার মীমাংসা ঠেলিতে পারে না—উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই উহা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গ্রহণ করে।

এইরূপে জেবুন্নিসা বেগম অনেক সময়েই প্রখর বুদ্ধিবলে সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ের বিবাদ কলহ নিষ্পত্তি করিতেন। সুচতুর রাজ-নীতি-বিশারদ ঔরঙ্গজেব বাদশাহ পর্য্যন্ত রাজ-কার্য্যের জটিল বিষয়ে সময় সময় তাঁহার কন্যার পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহের উপর জেবুন্নিসা বেগমের এ প্রকার প্রভাব দেখিয়া তাঁহার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য সর্ব্বদাই লোকে চেষ্টা করিত। হিংসুকেরও অভাব ছিল না—তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া কেহ কেহ যে ঈর্ষা না করিত এমনও নহে।

## জেবুন্নিসা বেগমের কারাবাস

হিন্দুদিগের উপর অন্যায় রূপে নির্দ্ধারিত যে জিজীয়া কর উদারমনা শাহানশাহ মহাবলী মহম্মদ জলালুদ্দীন অকবর্ রহিত করিয়া যান, ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাহা আবার গ্রহণপূর্ব্বক দেবমন্দিরাদি বিধ্বস্ত করিতে এবং হিন্দুদের উপর নানা বিষয়ে উৎপীড়ন করিতে লাগিলে রাজপুতগণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উক্ত বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ঐ সব অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন।

এইরূপে রাজপুতানায় বিদ্রোহানল দাউ দাউ

করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে তাহা নিবাইবার উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাঁহার পুত্র শাহজাদা অক্বরকে রাজপুতানায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া বিদ্রোহ দমনের পরিবর্ত্তে রাজ্যলোভে বিদ্রোহী রাজপুতগণের সহিত মিলিয়া আপন পিতারই বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্মুদার ঔরঙ্গজেব বাদশাহ যেমন স্বীয় পুত্রগণকে বিশ্বাস বা স্নেহ করিতেন না, তাঁহারাও তেমনই পিতৃভক্ত বা পিতৃবৎসল ছিলেন না।

শাহজাদা অক্বর জেবুন্নিসা বেগমের সহোদর ছিলেন। তাঁহার রাজপুতানায় অবস্থান কালে ভাই ও ভগিনীর মধ্যে চিঠি পত্র চলিত। কূট-নীতি-বিশারদ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের গুপ্তচরের অভাব ছিল না—তাহারা ঐ সব চিঠি পত্র হস্তগত করিয়া উক্ত বাদশাহের নিকট প্রদান করে। সেই সব পত্রে সাধারণ কথা ও কুশল মঙ্গল-

বার্ত্তা ব্যতীত কোন দোষণীয় বিষয় উল্লেখ থাকিত না। কিন্তু পরশ্রীকাতর কয়েকজন ব্যক্তি জেবুন্নিসা বেগমকে তাঁহার পিতার বিষদৃষ্টিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া ঔরঙ্গজেবের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়।

স্বভাবতঃই ঔরঙ্গজেব সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক ছিলেন। অন্যকে বিশ্বাস করা দূরে থাক যে নিজ সন্তানকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না, কন্যা হইলেও হেন ব্যক্তির কাছে কি আর জেবুন্নিসা বেগমের নিস্তার আছে। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাহার দুহিতার উপর সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে "সলিমগড়" বা "নূরগর" দুর্গে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। এবং বার্ষিক বৃত্তিস্বরূপ তিনি যে চারি লক্ষ টাকা পাইতেন তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

উক্ত দুর্গ যমুনার মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে শের-শাহের পুত্র সলিমান্ বা সেলীম শাহ নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন। জানা যায়—পূর্ব্বে উহা নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর বাদশাহের নির্ম্মিত একটী সেতুর দ্বারা দিল্লীর সহিত সংযুক্ত ছিল। মুগল শাসনকালে রাজবন্দিগণকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য সচরাচর ঐ দুর্গ ব্যবহৃত হইত। তাহাতেই ঔরঙ্গজেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা দারা শিকোকে হত্যা করান।

জেবুন্নিসা বেগম সলীমগড়ে নজরবন্দী থাকার সময় রুহ্ উল্লা খাঁর মাতা হমীদা বানু বেগমের মৃত্যু হইলে তিনি তথা হইতেই মৃত বেগমের "তাজীয়ত" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ ক্রিয়াতে যোগ দান করিয়াছিলেন। সেই বৎসরেই ঔরঙ্গজেব বাদশাহের পুত্র শাহ্জাদা কাম্‌বখসের বিবাহ হয়। জেবুন্নিসা বেগমের বিশেষ অনুরোধে সেই বিবাহ-উৎসব তাঁহার সেখানেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

সলীমগড় দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিবার কালে

জেবুন্নিসা বেগম বিদ্যালোচনায় দিন যাপন করিতেন। সে সময়ে তিনি স্বীয় অদৃষ্টকে লক্ষ্য করিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"دردا که زقیـد ستـم آزاد نه گشتم
یک لحظ زغم هائی جهان شاد نه گشتم
گرچه پا زنجیر مخفی زد ته دیوار غم
شکر الله کز جفائی هم گناں آسودہ ام
دل من اسیر مخفي به بلائی هجر تا کے
که بجز هوائی وصلت گناه دگر ندارم
مخفي اُمید رهائي تا بروز حشر نیست
خاکِ غربت هر که را در مهد دامنگیر شد
تا مـرا زنجیر در پائی دل دیوانه شـد
دوست شد دشمن مرا هر آشنا بیگانه شد"

"দর্দা—কিজ-কয়েদ সিতম্ আজাদ নগ্‌শতম্
এক্ লহজা জেগমহায়ে জহাঁ শাদ নগ্‌শতম্।

গরচে পাবঞ্জির "মখ্‌ফী" জদ্ তা হে দিওয়ার-এ-গম্
শুকুর আল্লা কজ্ জফা-এ-হমগুনাঁ আসুদা অম্
দিল-এ-মন্ আসির "মখ্‌ফী" বাবলাই হিজর তাকে
কি বজুর্জ হৌয়াই ওসলত্ গুনাহ্‌দিগর নদারম।
"মখ্‌ফী" উমেদ্ রেহাই তাবরোজ হশ্র নেস্ত
খাক-এ গুর্বত হরকে রদির মহদ দামনিগর শুদ্
তা মরা জঞ্জির দরপায়ে দিল দিওয়ানা শুদ্,
দোস্ত শুদ্ দুশমন্ মরা হর আশ্‌না বেগানা শুদ।

ভাবার্থ ঃ—

হায় ব্যথা—উৎপীড়নের কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।
এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ভব যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না।
যদিও পায়ে বেড়ী আছে ও দুঃখরূপ প্রাচীরের অন্তরালে রহিয়াছি,
ধন্য ভগবান্—সকলের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়া আরামেই আছি।
বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় আমার মন কতদিন পর্য্যন্ত বন্দী থাকিবে?

কেবল মিলনের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন পাপ মনে
রাখি না।

দারিদ্র্যের ধূলা যাহাকে শৈশব হইতে স্পর্শ করিয়াছে ;
তাহার মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে মুক্তির আশা নাই।
যখন হইতে পায়ে বেড়ী পরিয়াছি সেই দিন হইতেই
মন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে।
যাহারা আমার বন্ধু ছিল তাহারাও শত্রু হইয়াছে এবং
প্রিয়জনও এখন আমার অপরিচিত হইয়া গিয়াছে।

**জেবুন্নিসা বেগম এই প্রকার সুখে ও দুঃখে বৎসরাধিক কাল সলীম্‌গড় দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিবার পর অবশেষে মুক্তিলাভ করেন।**

## আকিল খাঁ ও জেবুন্নিসা বেগমের প্রণয়কাহিনী

লাহোরের শাসনকর্ত্তা আকিল খাঁ কেবল রাজ-কার্য্যেই নিপুণ ছিলেন না, কবি বলিয়াও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অবকাশ সময় তিনি কাব্যানুশীলনে কাটাইতেন।

দিল্লীতে জেবুন্নিসা বেগমের সেখানে প্রায়ই যে "মশা'রা" অর্থাৎ কবি সম্মিলন হইত একথা দেশ বিদেশে প্রচার হইলে আকিল খাঁও ইহা শুনিতে পান। এ সংবাদ শুনিয়া তিনিও তাহাতে যোগ দান করিবার জন্য লালায়িত হন; কিন্তু এতদূর হইতে কিরূপে ইহা সংঘটিত হইতে পারে তাহার উপায় ভাবিয়া পান না।

এমন সময় আকিল খাঁর সৌভাগ্যে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ্ অসুস্থ হওয়াতে চিকিৎসকগণের ব্যবস্থা অনুসারে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি লাহোরে গমন করেন। সেখানে যাওয়ার পর অবধি ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া তিনি আরও কিছু অধিক কাল লাহোরে বাস করিতে মনস্থ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার পরিজন-বর্গকে দিল্লী হইতে লাহোরে আনয়ন করেন।

আকিল খাঁ দেখিলেন—জেবুন্নিসা বেগমের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় করিবার ইহা এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত। তখন তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পারস্যদেশ-নিবাসী সম্ভ্রান্তবংশীয় সুপুরুষ আকিল খাঁ যে সুবিজ্ঞ, এবং কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে, এ বিষয় জেবুন্নিসা বেগম অবগত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার

জন্য তিনিও লালায়িত হন। কিন্তু তাঁহার পিতার কঠোর শাসনের আশঙ্কায় এ বিষয়ে কোন উপায় অবধারণ করিতে সক্ষম হন না।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত জেবুন্নিসা বেগম লাহোরে অবস্থান করিবার কালে তিনি তথায় একটী বাগান প্রস্তুত করেন। তাহার ভগ্নাবশেষ আজও বর্ত্তমান আছে। ঐ বাগান প্রস্তুত হওয়ার সময়ে তাহার কাজ দেখিবার জন্য প্রায়ই তিনি সেখানে থাকিতেন।

আকিল খাঁ ভাবিলেন—জেবুন্নিসা বেগমের সহিত দেখা হওয়ার যদি কোন সম্ভাবনা থাকে তবে তাহার প্রকৃত সময় এই। এ সময় চলিয়া গেলে এ জীবনে আর তাঁহার সহিত দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটিবে না; অতএব এই সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে মনে করিয়া আকিল খাঁ এজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জেবুন্নিসা বেগমের যে বাগান প্রস্তুত হইতেছিল তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য দেখার উদ্দেশ্যে তথায় তিনি অবস্থান করিবার কালে একদিন তাঁহার সহচরী-দিগের সহিত চৌসর খেলিতে ছিলেন। এমন সময় আকিল খাঁ জীবন-মরণ পণ করিয়া মজুরের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক ইট্, সুরকীর বোঝা মাথায় করিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ অজানিত ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াতে জেবুন্নিসা বেগম চক্ষু তুলিয়া চাহিবা-মাত্র আকিল খাঁ বলিয়া উঠিলেন—

من در طلبت گردِ جهان می گردم

মন্ দর্ তলবত্ গির্দ-এ-জহাঁ মে গ়ির্দন্

আমি তোর অনুসন্ধানে জগতের চারিদিক ঘুরিতেছি।

জেবুন্নিসা বেগম পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন, আকিল খাঁ তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল। উল্লিখিত এক চরণ কবিতা শুনিয়া এবং

তাহার আকার-প্রকার দেখিয়া সুচতুরা বেগমের বুঝিতে বাকী রহিল না—এ ব্যক্তিই যে আকিল খাঁ। চৌসর খেলিতে খেলিতে তিনি এই উত্তর প্রদান করিলেন।

گر باد شوي بر سرِ زلفم نه رسی

গর বাদ শুই বর সর-এ-জুলফম্ নরসী

বায়ুরূপে আসিলেও আমার কেশাগ্র পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না।

এই উত্তর শুনিয়া আকিল খাঁ নত শিরে চলিয়া আসিলেন। তাহার পর হইতেই জেবুন্নিসা বেগম ও আকিল খাঁর মধ্যে পত্রাদি চলিতে এবং গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ হয়।

ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সুস্থ হইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু জেবুন্নিসা

বেগমের বাগানের কাজ শেষ না হওয়াতে তিনি তাঁহার পিতার সহিত ফিরিয়া আসিলেন না। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের লাহোরে অনুপস্থিতি বশতঃ উক্ত বেগমের সহিত আকিল খাঁর দেখা সাক্ষাতের বিশেষ সুবিধা ঘটে; কিন্তু এই সুযোগ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

জেবুন্নিসা বেগম ও আকিল খাঁর প্রণয়ের কথা যে দাসী জানিত, সে কার্য্যে অবহেলা করাতে উক্ত বেগম তাহাকে শাসন করেন। ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ দাসী দিল্লীতে আসিয়া তাহার কর্ত্রী ও আকিল খাঁর প্রণয়ের কথা ঔরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়।

উক্ত বাদশাহ্ এই প্রকারে তাঁহার কন্যা ও আকিল খাঁর প্রণয়ের কথা দাসীর নিকট হইতে অবগত হইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন, কিন্তু স্বীয় মনোভাব কোনরূপে প্রকাশ করিলেন না।

জেবুন্নিসা বেগমকে আর লাহোরে থাকিতে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে মনে করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ তিনি তাঁহার কন্যাকে লিখিয়া পাঠাইলেন— পত্র পাওয়া মাত্র যেন তিনি দিল্লীতে চলিয়া আইসেন কোনরূপ বিলম্ব যেন না হয়।

ঔরঙ্গজেব হেন বাদশাহের আদেশ অবহেলা করিতে পারে—এমন সাধ্য কোন্ ব্যক্তির আছে? তাঁহার পিতার আদেশানুসারে জেবুন্নিসা বেগম অগৌণে দিল্লীতে চলিয়া আসিলেন।

## জেবুন্নিসা বেগমের বিবাহের প্রস্তাব

জেবুন্নিসা বেগম দিল্লীতে চলিয়া আসিলে পর ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাঁহাকে কোনরূপ শাসন করিলেন না। সুচতুর বাদশাহ ভাবিলেন—তাঁহার কন্যা ও আকিল খাঁর প্রণয়ের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে বা কিছু করিতে গেলে ইহা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া নিজ কুলেই কলঙ্ক স্পর্শিবে। অতএব তিনি এ বিষয়ে কোন উচ্চ-বাচ্য না করিয়া কেবল তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহের এই প্রস্তাব শুনিয়া জেবুন্নিসা বেগম করজোড়ে শির নত করিয়া

কহিলেন—"এ ক্রীতদাসী শাহানশাহ আলমগীরের আদেশ শিরোধার্য্য-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। ধৃষ্টতা বলিয়া যদি মনে করা না হয়, তবে জহাঁপনাহের নিকট দাসী এই স্বাধীনতাটুকু প্রার্থনা করে, এ বিবাহের কথা যেন সর্ব্বত্র প্রচারের আদেশ প্রদান করা হয়। এ সংবাদ শুনিয়া যাহারা বিবাহপ্রার্থী হইবে, দাসী স্বয়ং তাহাদের কুল-শীল পরীক্ষা করিয়া একজনকে পতিরূপে বরণ করিবে।"

জেবুন্নিসা বেগমের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহার বিবাহের কথা ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সর্ব্বত্র প্রচার করাইলেন। এই বিষয় সকলে জানিতে পারিলে অনেকেই জেবুন্নিসা বেগমের বিবাহ-প্রার্থী হন। তাঁহাদের মধ্যে আকিল খাঁও ছিলেন।

নিজ-বংশমর্য্যাদা বর্ণনাসহ বিবাহপ্রার্থীগণের প্রার্থনা-পত্র আসিয়া পৌঁছিলে, পিতা-পুত্রীর মধ্যে

অনেক আলোচনার পর লাহোরের সুবেদার আকিল খাঁর সহিতই জেবুন্নিসা বেগমের বিবাহ নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারে আকিল খাঁকে এ বিষয় জানাইয়া দিল্লীতে আসিবার জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাঁহার নিকট আদেশ-লিপি প্রেরণ করেন। বাদশাহী ফরমান্ পাইয়া আকিল খাঁ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার হরিষে বিষাদ ঘটিল।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহের দরবারে আকিল খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না। সভাসদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই জেবুন্নিসা বেগমের পরিণয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আকিল খাঁর সহিত যে জেবুন্নিসা বেগমের বিবাহ হইবে, ইহা তাঁহাদের সহ্য হইল না। বাদশাহজাদী—বিশেষতঃ এমন যে একটী রমণীরত্ন তাহা আকিল খাঁ সকলকে ঠকাইয়া লইয়া যাইবে এমন কখনও হইতে পারে না। যে

প্রকারেই হউক ইহার বাধা জন্মাইতে হইবে—এরূপ সকলে পরামর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি পত্র আকিল খাঁর নিকট প্রেরণ করা হইল।

"লাহোরে জেবুন্নিসা বেগমের সহিত তোমার যে গুপ্ত প্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল একথা শাহান-শাহ্ ঔরঙ্গজেব আলমগীরের শুনিতে বাকী নাই। তিনি যে কি প্রকৃতির লোক, ইহা তোমার বিশেষ-রূপই জানা আছে—এ বিষয় অধিক লিখা বাহুল্য। বাদশাহজাদীকে বিবাহ করার প্রকৃত অর্থ যে প্রাণবধ ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা তোমার মত সুচতুর লোকের বুঝিতে কঠিন হইবে না।"

কুটিল প্রকৃতির ঔরঙ্গজেব বাদশাহ যেমন সকলকেই অবিশ্বাস করিতেন—সেইরূপ তাহার উপরও শত্রু-মিত্র কেহই বিশ্বাস স্থাপন করিত না। সকলেই জানে, তাহার দ্বারা সাধিত হইতে

না পারে এমন কার্য্য বিরল। এই সব জানিয়া-শুনিয়া আকিল খাঁ ভাবিলেন—ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সরল চিত্তে তাঁহার নিকট ফরমান্ পাঠান নাই, নিশ্চয়ই তাঁহার মনে দুরভিসন্ধি আছে। বিবাহের প্রস্তাব সেই দুরভিসন্ধির আবরণ মাত্র। দিল্লীতে গেলে তাঁহার রক্ষা থাকিবে না—শিরশ্ছেদন বা হস্তিপদতলে বিমর্দ্দিত হইতে যে হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এই সব নানা কারণে আকিল খাঁ মনে করিলেন—বাদশাহজাদীকে লাভ করা প্রাণের নিকট তুচ্ছ। অতএব তিনি জেবুন্নিসা বেগমকে বিবাহ না করাই স্থির করিলেন এবং তদনুসারে নিম্নলিখিত কবিতায় স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তাহা দিল্লীতে প্রেরণ পূর্ব্বক বাদশাহী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে লাহোর হইতে সরিয়া পড়িলেন।

نهیں هوتي بنـــده سے طاعت زیاده
بس اب خانـــه آبـــاد و دولت زیاده

নহিঁ হোতী বন্দাসে তায়েত জিয়াদা
বস্ অব্ খানা আবাদ ও দৌলত জিয়াদা।

দাসের দ্বারা অধিক আদেশ প্রতিপালিত
হইতে পারে না। ধন দৌলত ও বাড়ী
ঘরের এই শেষ।

জেবুন্নিসা বেগম আকিল খাঁর এই পত্র দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং এ জীবনে আর বিবাহ না করাই মনে মনে স্থির করেন; কিন্তু তাঁহার মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।



# জেবুন্নিসা বেগমকে বিবাহ করিবার জন্য পারস্যাধিপতির পুত্র শাহ্‌জাদা ফরুখের দিল্লীতে আগমন

জেবুন্নিসা বেগমের রূপ এবং বিদ্যা ও বুদ্ধির কথা পূর্ব্বাবধি সর্ব্বত্র খ্যাত ছিল। হেন সর্ব্বগুণ-সমন্বিতা বাদশাহজাদীর বিবাহ হইবে—একথা পারস্য দেশ পর্য্যন্ত প্রচার হইলে সেই দেশের অধিপতির পুত্র শাহজাদা "ফরুখ্" উক্ত বেগমকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আগত হন। তিনি সুপুরুষ ও কাব্যরসে রসিক ছিলেন। সকলেরই একান্ত বাসনা ছিল এইরূপ এক

রাজপুত্রের সহিত মুগল সম্রাটের দুহিতা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন, কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা হইল না।

ইরানের রাজপুত্র শাহজাদা ফরুখ্ দিল্লীতে আসিয়া জেবুন্নিসা বেগমের বিবাহপ্রার্থী হইলে উক্ত বেগম শাহজাদা ফরুখ্কে একবার স্বচক্ষে দেখিবার অভিলাষে নিজ ভবনে আহার করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। শাহজাদা ফরুখ জেবুন্নিসা বেগমের দ্বারা নিমন্ত্রিত হওয়াতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি উক্ত বেগমকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সাদরে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আহার করিবার জন্য যথাসময়ে জেবুন্নিসা বেগমের মহলে উপস্থিত হন এবং ভোজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক খাদ্যসামগ্রীর প্রশংসা করিতে করিতে আহারে প্রবৃত্ত হন।

জেবুন্নিসা বেগম চিকের অন্তরাল হইতে

তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। শাহজাদা ফরুখ্ ইহা টের পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"سنبوسهٔ بیسن بده"

সম্বুসা-এ-বেসন বিদা

"বেসনের সম্বুসা দেও"

এই কথা দুই প্রকার ভাব প্রকাশ করে। সরলভাবে দেখিতে গেলে বেসনের "সম্বুসা" (সিঙ্গারার মত খাদ্যদ্রব্য) দেও, এই অর্থ হয়। অক্ষর বিন্যাসের ব্যতিক্রম করিয়া অর্থ করিতে গেলে বে, সন অর্থাৎ "স" ও "ন" এই দুই অক্ষর ব্যতীত "সম্বুসা" দেও, এই ভাব ব্যক্ত করে। সম্বুসা হইতে "স" ও "ন" বাদ দিলে কেবল "বুসা" শব্দ থাকে। "বুসা" শব্দের অর্থ চুম্বন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে শাহজাদা ফরুখ্ জেবুন্নিসা বেগমকে বলিতেছেন "চুম্বন দেও"।

উক্ত বেগম সরল ভাবের অর্থ ধরিয়া না লইয়া, শেষের কুটিল অর্থই ধরিয়া লইলেন। কোন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অন্তঃপুর-মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া একজন অপরিচিত পুরুষ এপ্রকার কথা বলিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করাতে জেবুন্নিসা বেগম অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ দ্ব্যর্থযুক্ত কথায় ঐ উক্তির নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

" از مطبخ مـــادر طلب "

অজ মতবখ্‌-এ-মা দর তলব

এ কথার সরল অর্থ করিতে গেলে—"আমাদের রান্নাঘর হইতে চেয়ে নেও"—এইরূপ বুঝায়। "মা" ও "দর" এই দুই শব্দ একত্রে করিলে "মাদর" শব্দ হয়, ইহার অর্থ মাতা। এই প্রকারে বলিলে—"( তোর ) রান্নাঘরের মার নিকট হইতে চেয়ে নেও" অর্থ প্রকাশ করে। শাহজাদা ফরুখ্‌ও শেষের অর্থই গ্রহণ করিয়া লজ্জিত-মনে আহার-স্থান হইতে নতশিরে চলিয়া গেলেন।

জেবুন্নিসা বেগম পূর্ব্বেই এক প্রকার স্থির করিয়াছিলেন—তিনি আর বিবাহ করিবেন না। কেবল তাঁহার পিতার বিশেষ অনুরোধ রক্ষা না করা ধৃষ্টতা ভাবিয়া শাহজাদা ফরুখ্‌কে বিবাহ করিতে সম্মত হন। তাহাও সন্তুষ্টচিত্তে বা স্বেচ্ছায় নহে। এই ঘটনার পর তিনি উক্ত শাহজাদাকে বিবাহ করিতে কোনমতেই স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন—"যে ব্যক্তি মহিলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, হেন ব্যক্তিকে বিবাহ করা ধিক্।"

শাহজাদা ফরুখ জেবুন্নিসা বেগমকে বিবাহ করিবার জন্য বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাসনায় ছাই পড়াতে তিনি ক্ষুণ্নমনে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

উক্ত ইরান রাজপুত্র ইতিপূর্ব্বে যে একটী কবিতার মুখপাত রচনা করিয়া জেবুন্নিসা বেগমের

নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ترا ای مه جبین بی پرده دیدن آرزو دارم
جمالت هائی حسنت را رسیدن آرزو دارم

তরা অয়্ মাজবীন্ বেপরদা দীদন্ আজু দারম্
জমালত্ হা-এ-হুস্নত্রা রসীদন্ আজু দারম্।

হে চন্দ্রাননে—তোমাকে অবগুণ্ঠন হইতে বিমুক্ত
দেখিতে বাসনা পোষণ করি।
তোমার রূপ লাবণ্যের সমীপে পৌঁছিবার
ইচ্ছা করি।

এই কবিতা জেবুন্নিসা বেগমের নিকট পৌঁছিলে তিনি নিম্নলিখিত উত্তর লিখিয়া পাঠান।

بلبل از گل بگذرو گرد چمن بیند مرا
بت پرستی کے کند گر برهمن بیند مرا
در سخن پنها شدم چو بوئی گل در برگ گل
هرکه دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

বুল্‌বুল্ অজ্ গুল্ বগুজর—
গিঁদ্ চমন্ বীনদ মরা।

বুত পরস্তী কে কুনিদ্—
গর ব্রহমন্ বীনদ্ মরা।

দর্ সুখন্ পিনিহা শুদম্—
চৌ বু-এ-গুলদর্ বর্গ-এ-গুল্,

হর্ কি দীদন মৈল্ দারদ—
দর্ শুখন্ বীনদ মরা।

আমাকে বাগানে দেখিলে বুল্‌বুল্ ফুল ত্যাগ করে।
ব্রাহ্মণ যদি আমাকে দেখে তবে সে আর কেন
মূর্ত্তি পূজা করিবে।

ফুলের সুবাস যেমন ফুলের পাপ্‌ড়ীর ভিতর
লুকাইয়া থাকে, আমিও তেমন আমার কবিতার
ভিতর লুকাইয়া আছি।

যে আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে সে আমার
কবিতার ভিতর আমাকে দেখিতে পাইবে।

এইরূপ লেখালেখির পরিণাম যে পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনায় পরিণত হইবে, বোধ করি শাহজাদা ফরুখ ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

উক্ত ইরান রাজপুত্রের সহিত জেবুন্নিসা বেগমের পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াও অবশেষে তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহার আর বিবাহ হয় নাই। সারা জীবন তিনি অবিবাহিত অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ইহা দেখিয়া জেবুন্নিসা বেগমের নিয়তিতে বিধাতা যে বিবাহ লিখিয়া দেন নাই একথা ব্যতীত আর কি বলা যায়।

## জেবুন্নিসা বেগম ও আকিল খাঁর প্রণয়ের শোচনীয় পরিণাম

ইরাণের রাজপুত্র শাহজাদা ফরুখ জেবুন্নিসা বেগমকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে যে সময় দিল্লীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে আকিল খাঁও গোপনে দিল্লীতে আসিয়া এক নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে থাকেন। শাহজাদা ফরুখের সহিত জেবুন্নিসা বেগমের বিবাহের প্রস্তাব এবং অবশেষে তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়া—এ সমস্ত সংবাদই তিনি রাখিতেন।

আকিল খাঁ যে দিল্লীতে বাস করিতেছেন এ বিষয় ক্রমে জেবুন্নিসা বেগমও শুনিতে পাইলেন।

ইহা জানিলে পর তিনি নিম্নলিখিত কথা এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া সাবধানে একজন দাসীর দ্বারা আকিল খাঁর নিকট প্রেরণ করেন।

شنیدم ترک خدمت کرد عاقل خان بنادانی

শুনিদম তর্ক খেদমত কর্দ আকিল খাঁ বনাদানী

শুনিলাম নির্ব্বুদ্ধিতায় আকিল খাঁ খিদমত
অর্থাৎ রাজসেবা ত্যাগ করিয়াছে।

এই লিপি পাইয়া আকিল খাঁ সঙ্ক্ষেপে তাহার এইরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন।

چرا کارے کند عاقل که باز آید پشیمانی

চিরা কারে কুনদ আকিল কি বাজ আয়েদ পুশিমানী

আকিল কি এমন কাজ করে যে জন্য পরে
অনুতাপ করিতে হয়।

'আকিল' শব্দ দুইটী ভাব প্রকাশ করে। প্রথমতঃ তাঁহার নাম, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিমান্।

এইরূপে জেবুন্নিসা বেগম ও আকিল খাঁর

মধ্যে পত্রাদি চলাচল হইতে আরম্ভ হয়, এবং কিছুদিন পর আকিল খাঁ আবার ছদ্মবেশে জেবুন্নিসা বেগমের মহলে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

জেবুন্নিসা বেগমের মহলে আকিল খাঁ যে ছদ্ম-বেশে যাতায়াত করিতেছে এ বিষয় অধিক দিন গোপন রহিল না। বাদশাহী মহলের প্রায় অনেক লোকেই ইহা জানিতে পারিলে একথা লইয়া দুর্গ মধ্যে কানা-ঘুষা হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এ সংবাদ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের কানে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে বাকী রহিল না।

আকিল খাঁ ও তাঁহার কন্যার দেখা-সাক্ষাতের বিষয় ঔরঙ্গজেব বাদশাহ জানিতে পারিলে এ সম্বন্ধে তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং জেবুন্নিসা বেগমের একজন পরিচারি-কাকে কৌশলে বশীভূত করিয়া তাহার মুখে

সমস্ত শুনিলে পর সেই দাসীকে বলিয়া দেন—আকিল খাঁ যখন তাঁহার কন্যার নিকট আইসে তখন যেন সে ঔরঙ্গজেব বাদশাহকে একথা জানায়।

তদনুসারে একদিন আকিল খাঁ জেবুন্নিসা বেগমের মহলে উপস্থিত থাকার সময় ঐ দাসী ঔরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট যাইয়া একথা বলিয়া দেয়। ইহা শুনিবামাত্র তিনি মহলের চারিদিক্ প্রহরি দ্বারা ঘেরাও করাইয়া স্বয়ং তথায় অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে গমন করেন।

এ সংবাদ জেবুন্নিসা বেগম জানিতে পারিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে আকিল খাঁকে তাহার মহল হইতে সরাইয়া দিতে কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্নানের জল গরম করিবার বড় একটী দেগ্ মহলের এক কোণে ছিল, অনন্যোপায় হইয়া তিনি

তাহারই মধ্যে আকিল খাঁকে লুকাইয়া রাখিলেন।

এদিকে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাঁহার কন্যার মহলে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন রূপে অনুসন্ধান করিয়াও আকিল খাঁর কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। যে দেগের ভিতর আকিল খাঁ লুকাইয়াছিলেন তাহার উপর ঔরঙ্গজেব বাদশাহের হঠাৎ চক্ষু পড়াতে তাঁহার মনে যেন কিরূপ এক সন্দেহ জন্মিল। ইহাতে আকিল খাঁ লুকাইয়া থাকা খুব সম্ভব এইরূপ মনে করিয়া তিনি সেই দেগ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহাতে কি হয় ?" উত্তরে জানিতে পারিলেন ইহাতে জেবুন্নিসা বেগমের স্নানের জল গরম করা হইয়া থাকে। এ কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"জল গরম করা হইতেছে না কেন ? এখনই জল গরম কর।" জেবুন্নিসা বেগম তাহার

পিতার এই নিদারুণ আদেশ শুনিয়া মৃতপ্রায় হইলেন। রুদ্র প্রকৃতির ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আদেশ অমান্য করিতে পারে হেন সাধ্য কার আছে—তাঁহার হুকুম মত সকলে দেগ্‌টী ধরাধরি করিয়া জ্বলন্ত আগুনে ভরা চুলার উপর চড়াইয়া দিল।

এ দৃশ্য জেবুন্নিসা বেগমের পক্ষে কিরূপ হৃদয়-বিদারক হইয়াছিল ইহা বুঝা কঠিন নহে। জীবন্ত দগ্ধ হইয়া আকিল খাঁর এ ধরা হইতে বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত, আজ তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চিত, রক্ষার কোন উপায় নাই দৃষ্টে জেবুন্নিসা বেগম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পাগলের মত হইয়া তিনি ঐ দেগের নিকট গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত কথা বলিলেন।

" دم باش مثال کله بارے "

দম্ বাশ মিসাল-এ-কল্লা বারে

ভাবার্থ—

একবার মুহূর্ত্তের জন্য মুণ্ডের মত থাক ; মুণ্ডের অর্থ এখানে ছেদিত মস্তক বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ছিন্ন মস্তকের মুখ ও জিহ্বা থাকিলেও যেমন কথা বলিতে পারে না, সেইরূপ নীরব থাক।

আকিল খাঁ জেবুন্নিসা বেগমকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। হেন প্রিয় জনের অনুরোধ অবহেলা করা অপেক্ষা স্বয়ং জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মরা শ্রেয় মনে করিলেন, এবং তদনুসারে তিনি তিলে তিলে জ্বলিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নাকি কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলেন—

"بعد مردن ز جفائی تو اگر یاد کنم
از کفن دست برون آرم و فریاد کنم"

বাদ মুর্দন জে জফা-এ-তু অগর ইয়াদ্ কুনম্
অজ্ কফন্ দস্তবরুঁ আরম ও ফরিয়াদ কুনম্

মৃত্যুর পরও যদি তোর উৎপীড়নের কথা মনে করি
শবাচ্ছাদনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া
( ভগবানের নিকট ) বিচার প্রার্থনা করিব।

উঃ—কি নিষ্ঠুর ব্যাপার, ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়। এইরূপে একজন লোক যে জীবন্ত জ্বলিয়া মরিতে পারে এবং এপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর সময় সে কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল এই সব শুনিলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহ আকিল খাঁকে এপ্রকার নৃশংস রূপে হত্যা করিবার পর তাঁহার কন্যাকে কোনরূপ লাঞ্ছনা বা তিরস্কার করিয়াছিলেন কি না, যে উর্দু গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। এমনও হইতে পারে—জেবুন্নিসা বেগমের সম্মুখেই তাঁহার প্রণয়-পাত্রকে এ প্রকার অমানুষিক নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট

মনোবেদনাদায়ক হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক গুরুতর দণ্ড তাঁহার দুহিতার জন্য নাই—এরূপ মনে করিয়া ঔরঙ্গজেব বাদশাহ জেবুন্নিসা বেগমকে আর কোনরূপ লাঞ্ছনা করিতে বিরত ছিলেন।

উক্ত উর্দু পুস্তকে লেখা আছে—আকিল খাঁর সহিত জেবুন্নিসা বেগমের কোনরূপ অবৈধ প্রণয় ছিল না। তাঁহারা পরস্পর যে সরল অন্তঃকরণে মিলামিশা করিতেন, ইহাকেই পাশ্চাত্য লেখক-গণ অতিরঞ্জিত করিয়াছে।

উর্দু ভাষায় রচিত জেবুন্নিসা বেগমের আর একখানি জীবন-চরিত আমি পড়িয়াছিলাম—সে আজ অনেক বৎসরের কথা। এখন আমার মনে হইতেছে তাহাতে যেন লেখা ছিল উক্ত বেগম ও আকিল খাঁর প্রেমের কাহিনী পারস্য দেশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

ইরাণের রাজপুত্র শাহজাদা ফরুখ্ জেবুন্নিসা বেগমকে বিবাহ করিতে না পারিয়া লজ্জিত মনে ফিরিয়া যাওয়াতে পারস্য দেশের অপমান হইয়াছে—এইরূপ ধারণা ঐ দেশবাসিগণের মনে জন্মে। এই কারণেই তাহারা বর্ণিত বেগমের চরিত্রে কলঙ্ক প্রদান পূর্ব্বক ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আকিল খাঁর সহিত তাঁহার অবৈধ প্রেমের গল্প রটাইয়া দেয়।

## জেবুন্নিসা বেগমের মৃত্যু

যতদূর পর্য্যন্ত জানা যায়—জেবুন্নিসা বেগমের শেষ জীবন সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। মানসিক ক্লেশের দরুণ তিনি নির্জ্জনে বাস করিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্য এবং চিন্তা বর্জ্জন পূর্ব্বক বিদ্যানুশালনেই নাকি দিন যাপন করিয়াছিলেন।

জেবুন্নিসা বেগমের মৃত্যু হইলে লাহোরে তিনি যে বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেখানেই তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়, এবং তাঁহার বাসনা অনুসারেই এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল—এইরূপ পূর্ব্বকথিত উর্দু পুস্তকে উল্লেখ আছে।

কিন্তু কোথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ইহা লেখা নাই।

পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুরের অতিরিক্ত জুডিশিয়েল কমিশনার, ঐ প্রদেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য খাঁ বাহাদুর সৈয়দ মহম্মদ লতীফের রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'লতীফ-এ-লাহোর' হইতে জানা যায়—লাহোরেই জেবুন্নিসা বেগমের মৃত্যু হইয়াছিল, এবং নিজ দেহ সমাহিত করিবার উদ্দেশ্যে যে মকবরাটী তিনি ঐ নগরস্থ তাহার বাগানে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহাকে গোর দেওয়া হইয়াছে।

ঐ পুস্তকে তাঁহার মৃত্যুর বৎসর যেরূপ উল্লেখ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

آه زیب النسا بحکم قضا

ناگہاں از نگاه مختفی

منبع علم و فضل و حسن و جمال
همچو یوسف بچاه مخفی شد
سال تاریخ از خرد جستم
گفت هاتف که ماه مخفی شد

আহ্ জেবুন্নিসা বহুকুম কজা
নাগহাঁ অজ্ নিগাহ মখফী শুদ।
সম্বা-এ-ইল্ম ও ফজল ও হুসন ও জমাল
হম্‌চো য়ুসফ বচাহ্ মখফী শুদ।
সাল তারিখ অজ খিরদ্ জুস্তম
গুফ্‌ত হাতিফ্ কি মাহ মখফী শুদ।

আহা, জেবুন্নিসা বিধাতার আদেশে
দৃষ্টি হইতে অকস্মাৎ লুকাইয়াছেন।
বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ ও লাবণ্যের ধারা-স্বরূপ তিনি
য়ুসফের ন্যায় কূপের ভিতর লুকাইয়াছেন।
মৃত্যুর বৎসরের কথা বিবেককে প্রশ্ন করিলাম ;
অদৃশ্য হইতে বলিল "চন্দ্র লুক্কায়িত হইলেন"।

"অব্‌জদ্ অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যস্ত অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা নিরূপণের যে সঙ্কেত আরবী ও ফারসীতে

আছে, তদনুসারে উক্ত কবিতা হইতে বুঝা যায় যে ১০৮০ সনে জেবুন্নিসা বেগমের মৃত্যু হইয়াছিল।

যে উর্দ্দু পুস্তক অবলম্বনে জেবুন্নিসা বেগমের কাহিনী লিখিত হইয়াছে, সেই পুস্তকের রচয়িতা উক্ত তারিখ স্বীকার করেন না। ঐ তারিখ ঠিক্ হইতে পারে না এবং সন নির্দ্ধারণে কোনরূপ ভ্রম-প্রমাদ হইয়া থাকিবে—এইরূপ তাঁহার অভিমত।

সৈয়দ মহম্মদ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক জেবুন্নিসা বেগম সম্বন্ধে একটী মনোরম প্রবন্ধ 'রূপম' পত্রিকায় লিখিয়াছেন। তাহাতে উক্ত বেগমের মৃত্যুর কথা যেরূপ বিবৃত আছে, তাহার মর্ম্ম সঙ্ক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহ আকিল খাঁকে দেগের ভিতর দগ্ধ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর জেবুন্নিসা

বেগম তাঁহাকে এক নির্জ্জন স্থানে গোপনে সমাহিত করেন, এবং প্রায়ই তিনি সেখানে যাইয়া রোদন করিতেন। এইরূপে জেবুন্নিসা বেগম তাঁহার প্রণয়ীর জন্য সদাসর্ব্বদা অশ্রুপাত করার ফলে ক্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই কারণ-বশতঃ স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি কাশ্মীর যাত্রা করেন; কিন্তু তথায় পৌঁছান তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না—ল্যুহোরেই তিনি কাল-কবলে পতিত হন, এবং সেখানে নিজের জন্য যে সমাধি-মন্দিরটী তিনি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছিল।

উক্ত প্রবন্ধে একথাও উল্লেখ আছে যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে জেবুন্নিসা বেগম পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন।

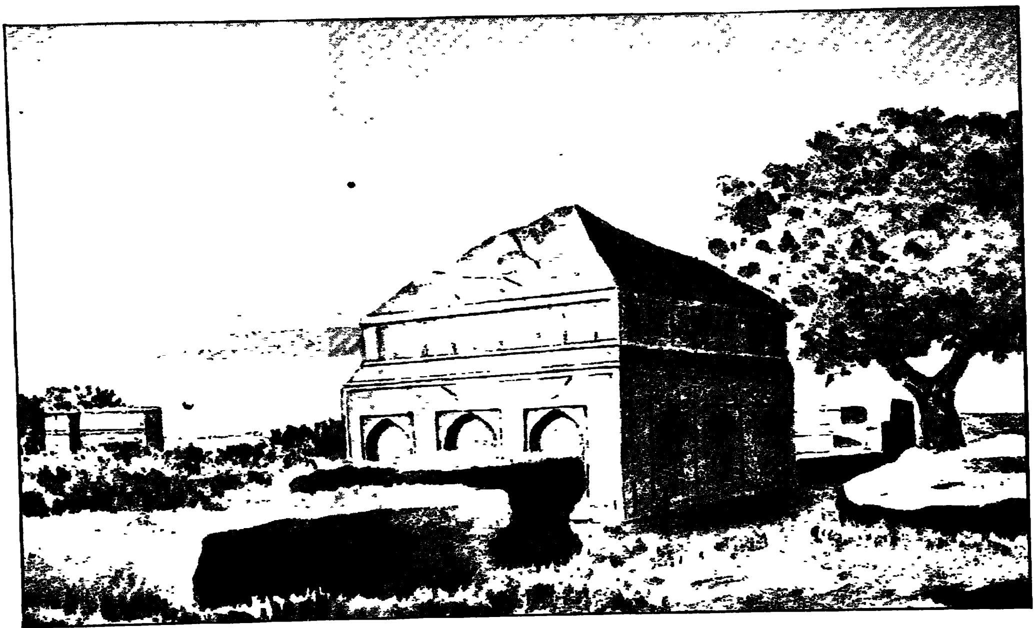
بر مزارِ ما غریباں نے چراغ و نے گلے
نے پرِ پروانۂ و نے صداۓ بلبلے

বর মজার-এ-মা গরীবাঁ নে চেরাগ ও নে গুলে
নে পর-এ-পরওয়ানয়ে ও নে সদা-এ-বুলবুলে।

জন্মভূমিত্যাগী আমাদের সমাধির উপর
একটী প্রদীপও নাই, ফুলও নাই।
একটী পতঙ্গের পক্ষ পর্য্যন্ত নাই ও
বুল্‌বুল্‌ পাখীর শব্দ নাই।

জেবুন্নিসা বেগমের মৃত্যুর সম্বন্ধে সুনিশ্চিত-রূপে কোন কথা বলা দুষ্কর; যেখানে যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই এ পুস্তকে উল্লেখ করা হইল।

জানা যায়—উক্ত বেগমের মকবরাটী অতি দুরবস্থায় রহিয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত মুগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব আলমগীরের দুহিতা—বিশেষতঃ ভুবন-বিখ্যাত এক সুকবি বিদুষী মহিলার সমাধিমন্দির



জেবুন্নিসা বেগমের ভাঙ্গা মক্‌বরা—লাহোর

যে যত্নের অভাবে ধ্বংসকবলে ধাবিত হইতেছে ইহা অতি দুঃখের বিষয়।

সম্ভবতঃ এককালে এই সমাধিমন্দিরে রীতিমত সান্ধ্যদীপ দেওয়া হইত এবং জেবুন্নিসা বেগমের মৃত্যু তিথিতে আড়ম্বরের সহিত "উর্স" অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইত। তদুপলক্ষে তাঁহার স্বর্গকামনায় নমাজ, কুরান পাঠ ও দান, খৈরাত ইত্যাদি না জানি কত কিছুই হইয়া থাকিবে। কালের কুটিলচক্রে সেই স্থানের আজ এই দশা—ইহা শুনিলে অত্যন্ত দুঃখ বোধ হয়।

যে সময়ে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ কোন অনুশীলন ছিল না, সেই সময়ের এক প্রতিভাশালিনী বিদুষী মহিলার হেন দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্মৃতিচিহ্নটী রক্ষার কি কোন উপায় হইতে পারে না? জানি না—গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন স্মৃতি রক্ষণের বিভাগ হইতে উক্ত বেগমের সমাধিটীর জীর্ণ সংস্কার করিয়া তাহা

রক্ষা করা হইতেছে কি না। সেরূপ যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে স্থানীয় ব্যক্তিগণের—বিশেষতঃ মুসলমানগণের এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পর সহযোগিতায় একজন খ্যাতনামা বিদুষী শাহ্‌জাদীর স্মৃতিরক্ষা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

জেবুন্নিসা বেগম দুঃখময় এ জগৎ হইতে চির-দিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন বটে—কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত "দিওয়ান-এ-মখ্‌ফী" বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তাঁহার নামও রহিয়া যাইবে, এ ধরা হইতে মুছিয়া যাইবে না।

সমাপ্ত